রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উপহার
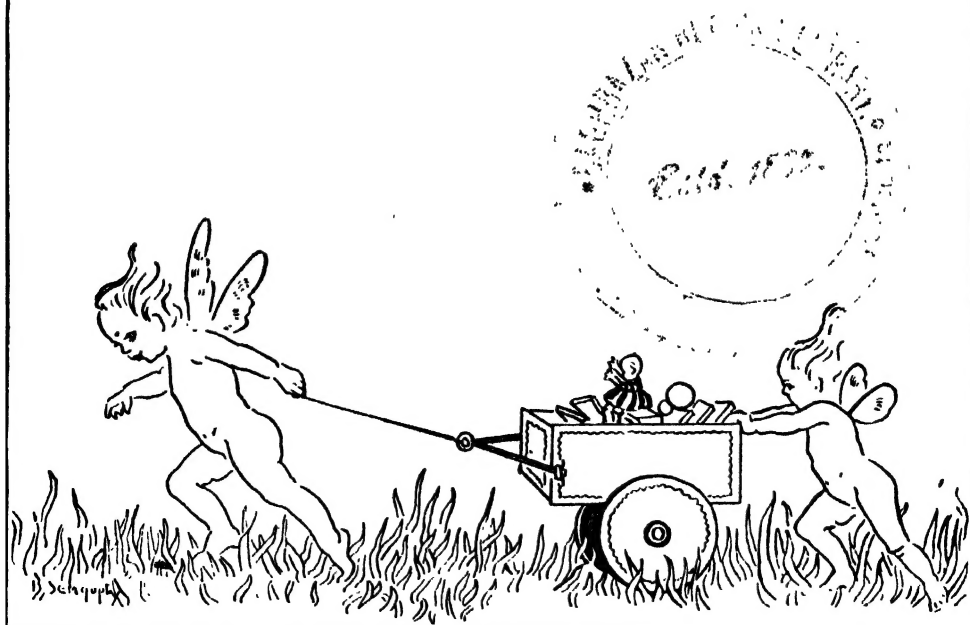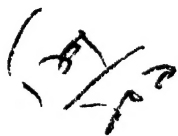
জগতে সবার চেয়ে সুখী মেয়ে কে?

"রাজকুমারী, হাজার বছর পরমায়ু হোক তোমার।"

কে, নমিতা?—রাজকুমারী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন।

নমিতা উত্তর দিল,—হঁা রাজকুমারী, আমিই।

সোনার পালঙ্কে পালকের বিছানায় রাজকুমারী শুয়েছিলেন। ঘরের চারিদিকে রেশমের পর্দ্দা, মেঝের উপর কাশ্মিরী-গালিচার বিছানা। ঘরের ভিতর বহুমূল্য আসবাব-পত্র, পাথরের সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি সাজানো। দেয়ালে নানাপ্রকার মনোরম চিত্র। টেবিলের ফুল-দানিতে টাট্‌কা তাজা ফুলের বিচিত্র তোড়া,—গন্ধে চতুর্দ্দিক ভুর ভুর কর্‌ছে।

রাজকুমারী নমিতার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন,—দে তো ভাই, জানলার পর্দ্দাগুলি সরিয়ে একটুখানি।

পর্দ্দা একটু সরিয়ে দিতেই আলোর রেখা ঘরের ভিতর ঢুকেই হাসির ঝরণা ছড়িয়ে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়্‌ল! ঘরের সমস্ত জিনিষে যেন আনন্দের চোক চাওয়া-চাওয়ি হ'য়ে গেল।

রাজকুমারী বল্‌লেন,—আজকের এই দিনটা এমন মিষ্টি ঠেক্‌ছে কেন, নমিতা?

নমিতা উত্তর দিল,—আজ যে তোমার জন্মদিনের উৎসব। মনে নেই বুঝি?

'হাঁ মনে পড়েছে'—রাজকুমারীর মুখে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল।

হেসে রাজকুমারী বল্‌লেন,—অই একটি দিনের প্রতীক্ষায় তো আমি সারাটা বছর অপেক্ষা ক'রে থাকি। এই দিনটিতেই কেবল আমার ছুটি। নিজের খুসীমতো হেসে খেলে চল্‌বার, নাচ্‌বার, গেয়ে বেড়াবার, সবার সঙ্গে মিলে-মিশে খেল্‌বার ফুরসৎ পাই আমি।

এ দিনে কেউ আমায় বাধা দেয় না। এই জন্যই দিনটি আমার এত আপনার। বাকি এই তিন শো চৌষট্টি

"দিনটা এমন মিষ্টি ঠেক্‌ছে কেন, নমিতা?"

দিন আমার কাছে ঠেকে 'আলুনি'—যেন ওতে কোনো রসকস নেই, একেবারেই ফাঁকা!

বিস্ময়ে গালে আঙ্গুল ঠেকিয়ে নমিতা বল্‌ল,—

অমন কথা বলো না, রাজকুমারী। সত্যি তোমার মতন সুখী জগতে আর কে আছে? এই সুন্দর ঘর-বাড়ী, বাগান, গাড়ীঘোড়া, এত পোষাকপত্তর, অলঙ্কার, হীরা-জহরৎ—আর কার আছে বলো? হুকুম কর্‌তেই দশ বিশ জন দাসী এসে তোমার পায়ের কাছে দাঁড়ায়। কি অভাব তোমার, রাজকুমারী?

হাঁ, শুধু তাই। আর তো কিছু নয়। তবু এই জন্মদিন ছাড়া অন্য দিনগুলি আমার কাছে এমন পান্‌সে মনে হয়। কেবল আজকের দিনে কত জায়গার ছেলেমেয়েরা আমার সঙ্গে খেল্‌তে আসে—কথা বল্‌তে বল্‌তে রাজকুমারী বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের ভিতর পাইচারী সুরু কর্‌লেন। তারপর নমিতার হাত দু'খানি নিজের হাতে তুলে বল্‌লেন, সত্যি ভাই, ওদের সঙ্গে খেলে আমি ভারি আমোদ পাই। একদিন কেন, যদি সারাটা বছর ওদের সঙ্গে এম্নি হেসে-খেলে বেড়াতে পার্‌তুম তবে কী আনন্দই না হ'ত!

নমিতার কাঁধে ভর দিয়ে রাজকুমারী জানলার পাশে এসে দাঁড়ালেন। রাজবাড়ীর গায়ে একটি ঝিলের মাঝ-

খানে ছোট্ট একটি দ্বীপ—লতায়-পাতায় ঘেরা যেন একটি মনোরম কুঞ্জবন। মাঝখানে তার ছোট্ট একটি বাড়ী।

নমিতার কাঁধে ভর দিয়ে

চারপাশে যুঁই, মালতী, চাঁপা, মল্লিকা, নীলমণি ফুলের অজস্র শোভা। এক দিকে মার্ব্বেল-বাঁধানো ঘাট। সেই সিঁড়ির শ্রেণী ছাড়িয়ে চতুর্দ্দিকে কেয়ারী-করা লাল

টুক্‌টুকে পথ। ঝিলের জলে ফুটে রয়েছে সারি সারি পদ্ম—শাদা, নীল, লাল—কত রকমের পদ্ম এনে এখানে লাগানো হয়েছে।

চারিদিকে বসন্তরাণীর মনোরম শোভা। বৃক্ষলতায় কচি কচি পাতাগুলি মৃদু হাওয়ায় দুল্‌ছে—যেন হাত বাড়িয়ে ওরা কাকে ডাক্‌ছে! রাজবাড়ীর ঘাটে একটি ছোট পান্‌সী বাঁধা। সেটিও হাঁসের আকারে তৈরী। সময় সময় রাজকুমারী এই নৌকায় চ'ড়ে দ্বীপের সেই মনোরম খেলা-ঘরে বেড়াতে যান।

এই দ্বীপটির নাম শ্যামলী। শ্যামলীর ছায়া ঝিলের জলে যখন দুল্‌তে থাকে, তখন মনে হয় জলপরীরা বুঝি খোঁপায় ফুলের মালা জড়িয়ে নেচে বেড়াচ্ছে।

রাজবাড়ীর ব্যাণ্ডপার্টির বাজনা সুরু হয়েছে। রাজকুমারী তাড়াতাড়ি দাসীর হাত থেকে একটুখানি খাবার মুখে দিয়ে সেজে-গুজে বাইরে বের হ'য়ে এল।

সৈন্যরা সঙীন খাড়া ক'রে ব্যাণ্ডের তালে তালে পা ফেলে কুচ-কাওয়াজ সুরু করেছে। সেনাপতি ঝক্‌ঝকে

তরবারিখানা উঁচু ক'রে রাজকুমারীকে নমস্কার জানাল। সৈন্যরা তারপর মার্চ্চ কর্‌তে কর্‌তে দুর্গের দিকে গেল।

সেনাপতি নমস্কার জানাল

মহাকাল মন্দিরের শঙ্খ-ঘণ্টা জোরে ঢং ঢং ক'রে বাজ্‌তে লাগ্‌ল। কবিশেখর দিব্যেন্দু বিনোদ রাজকুমারীর জন্ম-দিনের শ্লোক রচনা ক'রে শুনিয়ে গেল।

রাজবাড়ীর সিংহ-দরজা ঝন্ ঝন্ শব্দে খুলে গেল।

দশ বারো বছরের অনেক ছেলে-মেয়ে বাইরে এতক্ষণ ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল। তারা হুড় হুড় কর্‌তে কর্‌তে ভিতর ঢুকে পড়্‌ল। তাদের তখন আনন্দ দেখে কে! বাঁধ ভেঙ্গে জোয়ারের জল যেমন কলরব কর্‌তে কর্‌তে ছুটে আসে তেম্নি ছেলে-মেয়েদের হাসির শব্দ শোনা গেল। কত ছেলে-মেয়ে যে এসেছে তার সংখ্যা নেই। আরো কত যে আস্‌ছে, তা গুনে শেষ করা যায় না।

রাজবাড়ীর সাম্‌নের আঙিনার উঁচু চত্বরে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলেন রাজকুমারী ও রাজমাতা রাণী হিমাবতী। রাণীর মূল্যবান পোষাকপত্রের জাঁকজমক, গায়ের অলঙ্কার, মুকুটের হীরা-জহরৎ রাণীর মুখের কঠোর গাম্ভীর্য্যের নিকট মলিন হ'য়ে পড়েছিল। এই আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে সেটা বড়ই অশোভন মনে হচ্ছিল।

আনন্দের স্বচ্ছ ঝরণাধারার মত ছেলে-মেয়েদের সরল হাসি-মাখা মুখগুলির দিকে তাকিয়ে রাজকুমারীর মুখে হাসির উচ্ছ্বাস দেখা দিল। মনে মনে ভাব্‌লেন,—

কেমন সুখী ওরা! আজকের দিনে আমাকেও ওদের মত সুখী থাক্‌তে হবে।

রাজকুমারীর বুক থেকে একটা চাপা নিঃশ্বাস হঠাৎ বের হ'য়ে এল।

ছেলে-মেয়েরা সকলে রাজবাড়ীতে ঢুক্‌তেই সিংহদরজা পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধ হ'য়ে গেল।

রাণীর অনুমতি পেয়ে রাজকুমারী সেই ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা কর্‌তে ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল।

সেই ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে রাজকুমারী খেলা সুরু কর্‌লেন।

এক দলের সঙ্গে খেলা শেষ হ'তেই নূতন দল রাজকুমারীকে তাদের দলে টেনে নিল।

এইভাবে খেলা অনেকক্ষণ চল্‌ল। কেউ বল্‌ছে, রাজকুমারী, আমাদের 'ঘর-বন্দী' খেলা ভারি চমৎকার! কেউ বল্‌ছে, আমাদের 'শালিক পাখীর খেলা' আরো ভাল!

ছোট্ট একটি মেয়ে হেসে বল্‌ল,—রাজকুমারী, আমাদের 'ভাই জুড়ি, বোন জুড়ি' খেলায় ভারি আমোদ।

একে একে সকলের খেলায় রাজকুমারী যোগ দিলেন।

খেলা করতে করতে

একদফা খেলা শেষ হ'তেই সকলের ডাক পড়্‌ল খাবার খেতে। প্রকাণ্ড একটা তাঁবু খাটিয়ে সেখানে নানা-রকম ভাল ভাল খাবার সাজিয়ে রেখেছিল। হালুইকরেরা

সারারাত ধ'রে কত রকম মিষ্টি খাবারই তৈরী করেছে। তার সবগুলির নাম কি আমি জানি? তবে রাজভোগ, পান্তুয়া, সন্দেশ, দই, রসোমালাই, ক্ষীরের পেঁড়া, সরভাজা ছাড়াও মাকারুণ, বিস্কুট, টফির বিশ রকম জিনিষ এবং আপেল, কমলালেবু, আঙ্গুর, বেদানা, পেস্তা, কিসমিস, সরিফা ভারে ভারে সাজানো ছিল।

ছেলেমেয়েরা সবাই ভারি তৃপ্তির সঙ্গে খেল। অনেক খাবারই জিভে পড়্‌তেই মুখে মিলিয়ে যায়। তবু অনেকেরই কষ বেয়ে রস গড়িয়ে পড়্‌তে কসুর ছিল না।

অনেকেই ভাব্‌ল, এত রকম খাবার বহুদিন পেটে পড়েনি।

ছেলেমেয়েদের আনন্দের জন্যে নানা রকম বাজনা সুরু হ'ল। কেউ বাজাল তানপুরা, কেউ পাখোয়াজ, কারু ছিল স্বরদ, কারু ছিল দিশী সানাই, কেউ বা জাপানী ব্যাঞ্জো, কেউ বা ঢোলক বাজিয়ে সকলকে মুগ্ধ কর্‌ল।

তারপর ছেলেমেয়েদের খেলার প্রতিযোগিতা সুরু হ'ল।

দৌড়, বাধাবন্ধ দৌড়, আলু-কুড়ানো দৌড়, হাইজাম্প, লং জাম্প প্রভৃতি লাফানো কসরতের পর শরীর-চর্চ্চার নানা রকম কৌশল দেখানো হ'ল। লাঠি-খেলা ও তীর-ছোঁড়ার নানা-রকম নৈপুণ্য দেখিয়ে অনেকে পুরস্কার লাভ কর্‌ল।

বাজনা স্নুরু হ'ল

সকলের শেষে ম্যাজিক খেলা স্নুরু হল। একজন কালো পোষাক প'রে সকলের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। তার খেলার নাম 'ব্ল্যাকআর্ট' অর্থাৎ ভোজবাজীর খেলা।

শূন্য থেকে টেবিল

লোকটি আসরে ঢুকেই বার কতক ঢেঁকুর আর হাই এক সঙ্গে তুলে বল্‌ল,—

উঃ চায়ের নেশা কী ভীষণ! পেটের নাড়িগুলি যেন সাপের মত মোচ্‌ড়াচ্ছে। আচ্ছা, কি বিপদেই পড়া গেল। দেখি কতটা কি করা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে উপরের দিকে হাত বাড়াতেই একটা বড় রকম টেবিল শূন্য থেকে হঠাৎ তার হাতে নেমে এল। তারপর 'টেবিল ক্লথ', কেটলি, চায়ের বাটি, দুধ, চিনি, চা, সব শূন্য থেকে এসে টেবিলের উপর হাজির।

ম্যাজিসিয়ান বা যাদুকর কয়েক পেয়ালা চা তৈরী ক'রে খেয়ে ঠাণ্ডা হ'লেন কি গরম হ'লেন জানি না।

চা খাওয়া চুকিয়ে তিনি চায়ের পেয়ালা ইত্যাদি 'তরাত্বর্' শূন্যে ছুড়ে মার্‌তেই সেগুলি অদৃশ্য হ'ল। সব জিনিষগুলিই তিনি এই ভাবে ছুড়ে মার্‌লেন আর সঙ্গে-সঙ্গে মিলিয়ে গেল অর্থাৎ 'ভ্যানিশ'।

তারপর এল চীনা ম্যাজিকের খেলা। কাটামুণ্ডু শূন্যে ঝুলে বেশ কথা বল্‌তে সুরু কর্‌ল। পেটের

মধ্যে পেরেক ঠুকে পিঠ দিয়ে টেনে বের কর্‌ল, জিভ ফুটো ক'রে একটা তলোয়ার চালিয়ে দিয়ে দর্শকদের কাছে খুব বাহবা নিল।

এইরকম নানা খেলা দেখাবার পর চারিদিকে আনন্দের করতালি প'ড়ে গেল।

এবারে ছেলেমেয়েরা হাত ধরাধরি ক'রে নাচ স্থুরু কর্‌ল।

কোন মেয়ে বনরাণী সাজ্‌ল, একদল তাঁর অভ্যর্থনার জন্য চাঁপা, চামেলী সেজে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল।

রাজকুমারী ক্লান্ত হয়েছিলেন, গরমে চোখে মুখে ঘাম দেখা দিয়েছে। কাজেই আস্তে আস্তে তিনি ঝিলের পাশে এসে জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

পাশের ঝোপের মধ্যে খড়খড়ে আওয়াজ হ'তেই রাজকুমারী হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লেন। উঁকি মেরে তাকিয়ে দেখ্‌লেন, ঠিক তাঁরই মতো একটি মেয়ে—হুবহু সেই চোখ, সেই ভুরু, তাঁরই মতো কালো চুলের গোছা সেই মেয়েটির।

দুজনেই সম-বয়সী। ঠিক যেন আয়নায় নিজের ছবি পড়েছে এম্নি দুজনের চেহারার আশ্চর্য্য মিল!
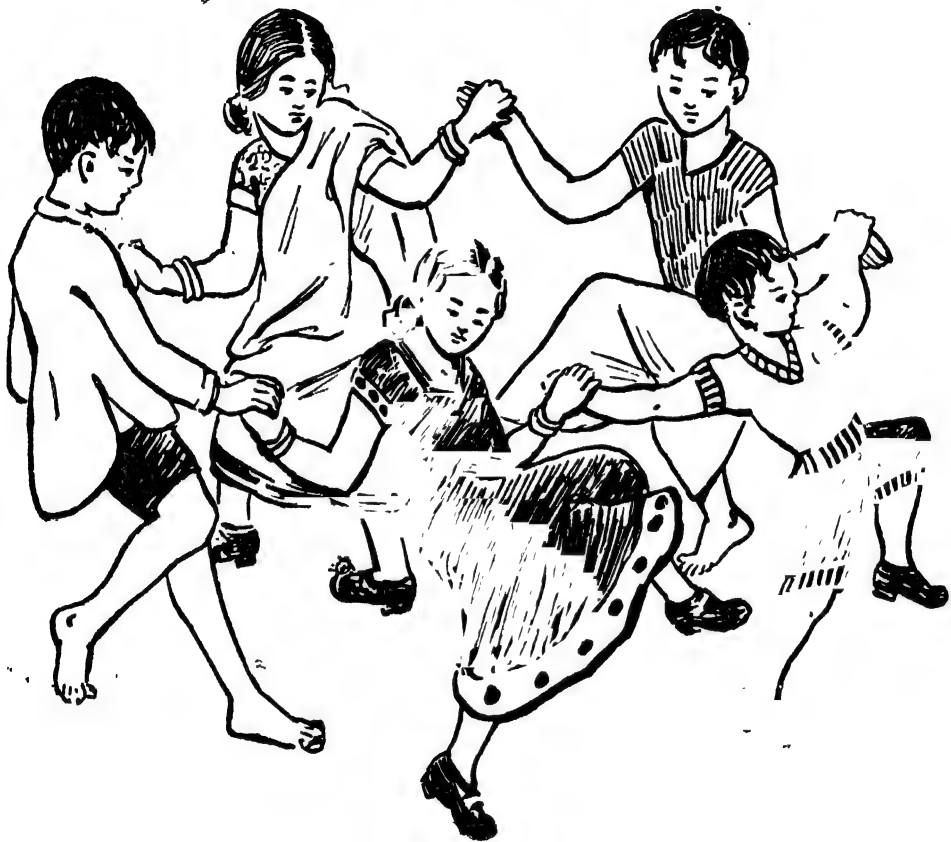
তোফা নাচ

'রাজকুমারী, আপনি ভয় পাননি তো?'—সেই মেয়েটি শঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌ল। রাজকুমারী উত্তর দিলেন,—

'না, কিছু নয়। এস পান্সীতে চড়ে দু'জনে ঝিলে বেড়াই।' মেয়েটি ভারি খুসী হ'ল; তাড়াতাড়ি সে পান্সীখানা টেনে এনে রাজকুমারীকে নৌকায় চড়্‌তে সাহায্য কর্‌ল। তারপর নৌকার বাঁধন খুলে দিয়ে দাঁড় বেয়ে দু'জনে কিছু দূর এগিয়ে গেল।

দু'জনে দাঁড় বেয়ে

মেয়েটি নিজের পরিচয় দিল,—আমার নাম উমা—পাশের এই গাঁয়ে বাড়ী। কাকা ও কাকীমার সঙ্গে থাকি। কাকার ছেলেমেয়ে দু'টি কী চমৎকার! ওদের সঙ্গেই আমি খেলা করি।

'সেখানে তুমি আর কি কর?'—রাজকুমারী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন।

'উঃ! কত কাজ করি।'—মেয়েটি সহাস্যে উত্তর দিল। 'এই তো খুব ভোরে উঠেই বাসনপত্রগুলি মেজে পরিষ্কার করি, তারপর ঘড়া ভ'রে জল আনি। তখন পূব কোণে গাছপালার আড়াল থেকে সূর্য্য লাল হ'য়ে ওঠে। দোয়েল, শ্যামা পাখীরা শীষ দিয়ে গান ধরে। গাছের পাতায় পাতায় শিশির ঝিক্‌মিক্ কর্‌তে থাকে। তখন আমি উনুন ধরিয়ে দুধ জ্বাল দেই। সকাল বেলা কাকা কাজে বের হ'ল। দুপুরে একবার খেতে বাড়ী আসেন।

'আমি বাগানে গিয়ে লাউ, কুমড়ো, শশা সাজি ভ'রে নিয়ে আসি। তারপর নানা রকম খাবার তৈরী করি। কোন কোন দিন পিঠে, পায়েশ, আচার, মোরব্বা—এ সবও তৈরী করি।'

রাজকুমারী বল্‌লেন,—ভারি চমৎকার তো! এত সব কাজ তুমি জান? আমার খুব ইচ্ছে করে তোমার মতো

নিজের হাতে এই সব কাজ করি। আচ্ছা, কাজ সারা হ'য়ে গেলে বিকেল বেলা তুমি বেড়াতে যাও?

'হাঁ, কখনো কখনো ভাই-বোনদের নিয়ে দল বেঁধে বাগানে কিম্বা মাঠে বেড়াতে যাই, তখন গাছ থেকে কুল, পেয়ারা, জাম,—এ সব পেড়ে খাই।'—উমা বল্‌তে লাগ্‌ল,—'কোন দিন হয়তো গোলাবাড়ীতে ধানের মাচার তলে লুকিয়ে সকলে লুকোচুরি খেলি।' রাজকুমারী বল্‌লেন,—'ঐ ছোট্ট দ্বীপটিতে আমার একটি খেলাঘর আছে। সেখানে দোল্‌না, নাগর-দোলা, অনেক রকম খেল্‌বার জিনিস আছে। দেখ্‌বে?'

'বেশতো, ভারি মজা! দেখ্‌বো বই কি!'—উমা হাততালি দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল।

নৌকাখানি এসে ঘাটে ভিড়্‌তেই দু'জনে উপরে উঠে পড়্‌ল।

চারিদিকে কী চমৎকার ফুলের বাহার! জলের মাঝখানে কে যেন মায়াপুরী তৈরী ক'রে রেখেছে!

উমা বল্‌ল,—এই তোমার খেলাঘর, রাজকুমারী?

বারে, কী চমৎকার! জগতে তোমার চেয়ে সুখী আর কেউ নয়।

'কিন্তু তা' তো নয় উমা, আমি একেবারেই সুখী নই'— রাজকুমারী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌লেন,—যা ভাব্‌চো ঠিক তা' নয় একেবারেই! স্বাধীনভাবে আমি কোন কাজই কর্‌তে পারি না। আমার যা' ইচ্ছা করে, সে সব কিছুই আমি কর্‌তে পারি না। রাতদিন আমাকে কেবল পড়াশোনা নিয়ে থাক্‌তে হয়। জিয়মেট্রী, হিষ্ট্রী, গ্রামার— জ্যামিতি, ইতিহাস, ব্যাকরণ—এই সব আমায় পড়্‌তে হয়। বইয়ের পাতার অক্ষর দেখে দেখে চোখ আমার টাটাতে থাকে—মাথা ঘোরে। চারজন মাষ্টার আমাকে দু'বেলা পড়ান। রাত্রিবেলা আমাকে গান বাজনা শিখ্‌তে হয়।

'এটা ক'রো না, ওটা ক'রো না—এই সব উপদেশ তো আমার কানের কাছে রাতদিন লেগেই আছে। এমন কি কখন আমার হাস্‌তে হবে, সেটাও ওরাই ব'লে দেন।'

উমা বল্‌ল,—কিন্তু তোমার মনের মতো এমন সুন্দর

বাগান, খেল্‌বার জায়গা, কত জিনিসপত্তর, দাসদাসী, সৈন্য-
সামন্ত আর কা'র আছে ? রাজবাড়ীর সিংহদরজায় নহবত্‌

একেবারেই সুখী নই

বাজে, সকাল-সন্ধ্যায় আরতির বাজনা বাজে। কী চমৎকার! এমন ভাল পোষাকপত্তর তোমার, প্রত্যহ কত রকম খাবার তোমার জন্য তৈরী হয়!'—দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে উমা বল্‌ল,—তোমার চেয়ে সুখী মেয়ে জগতে আর কে আছে, রাজকুমারী?

'সত্যি তা' নয় উমা'—রাজকুমারী উত্তর দিলেন। 'আমি একটুও সুখী নই। কোথাও স্বাধীনভাবে আমি চলা ফেরা কর্‌তে পারি না। কেবল রাতদিন পড়া-পড়া-পড়া—বই পড়া নিয়ে থাক্‌তে হয়। বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চোখ ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে।'

রাজকুমারী একটা বড় রকম দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়্‌লেন। দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

উমা হঠাৎ কেঁপে উঠে রাজকুমারীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌তে লাগ্‌ল—আচ্ছা রাজকুমারী, এমন যদি হয়, আমরা দু'জনে পরস্পর জায়গা বদল ক'রে নি। তুমি আমার হ'য়ে বাড়ীতে কাজ কর্‌বে, আমি হব

রাজকুমারী। দু'জনের মুখের চেহারা তো একই রকমের। দু'জনেই সমান উঁচু, চুলগুলি উভয়েরই দেখ্‌তে এক। কেবল তোমার হাত-পাগুলি আমার চেয়ে একটু ফর্সা ও নরম। সহজে আমাদের উভয়ের তফাৎটা কেউ ধর্‌তেই পার্‌বে না। তোমার খেলাঘরে এস দু'জনে পরস্পরের পোষাক বদল ক'রে ফেলি।

তারপর হাততালি দিয়ে উমা আনন্দে ব'লে উঠ্‌ল— কেমন? তাহ'লে তো দু'জনেই বেশ সুখী হ'তে পারি!

রাজকুমারী প্রথমটা চম্‌কে উঠ্‌লেন। উমা এতো তাড়াতাড়ি কথাগুলি ব'লে গেল যে, রাজকুমারী যেন স্রোতের মধ্যে প'ড়ে হাবু ডুবু খাচ্ছে—এম্নিতরো তার অবস্থা!

প্রথমে রাজকুমারী আপত্তি জানালেন, তার কোন যুক্তিই উমার বিচারে বেশীক্ষণ টিক্‌ল না। বিশেষতঃ এই অধীনতা থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছাটাই রাজকুমারীর মনে প্রবল।

উমা যখন বুঝ্‌ল, রাজকুমারী কতকটা নিমরাজী, তখন

সে রাজকুমারীর হাত ধ'রে খেলাঘরের ভিতর নিয়ে গেল।

উমা বল্‌ল,—এই বারে খুব তাড়াতাড়ি কর্‌তে হবে। কেন-না, আমাদের পরস্পরের কাজগুলি যথাসাধ্য জেনে-শুনে নেওয়া দরকার। পোষাক বদল কর্‌তে কর্‌তে উমা রাজকুমারীকে কি ভাবে চল্‌তে হবে, সে সব বোঝাতে লাগ্‌ল। কোন্‌ কাজটা কখন কর্‌তে হবে, কি ক'রে উনুনে আঁচ দিতে হয়, জল তুল্‌তে হয়, ভাত সিদ্ধ কর্‌তে হয়, রুটি তৈরী ক'রে তাওয়ায় সেঁক্‌তে হয়—তার হিসাবটা উমা যথা-সাধ্য দিতে চেষ্টা কর্‌ল।

সন্ধ্যাবেলা ছেলে-মেয়েরা যখন রাজকুমারীর কাছে একে একে হাত ধ'রে বিদায় নিতে এল, তখন কেউ বিন্দুমাত্র বুঝ্‌তে পার্‌ল না, এ রাজকুমারী নয়—কাজলা গাঁয়ের চাষীর মেয়ে উমা।

রাজকুমারী উমার হাল্কা পোষাকগুলি গায় দিয়ে বাইরে চ'লে এসে মনে মনে খুব হাস্‌লেন, এবং উমার ভাইবোন-দের সঙ্গে ওদের বাড়ীতে রওনা হ'লেন। এক এক বার

মনে মনে ভাব্‌লেন,—বারে মজা! সত্যি যদি এরা বুঝ্‌তে পারে আমি উমা নই—তা' হ'লে কেমন ওরা আশ্চর্য্য হয়।

পরদিন সকালবেলা রাজকুমারীর মুখে আর হাসি রইল না। কাকীমা এসে খুব ভোরে তাকে ঘুম থেকে ওঠ্‌বার জন্য ঘন ঘন তাগিদ্‌ দিতে লাগ্‌লেন। সেদিন শক্ত বিছানায় শুয়ে রাজকুমারীর তেমন ভাল ঘুম হয়নি। কালকের পরিশ্রমের পর রাত্রিবেলাও তার কিছুই খাওয়া হয়নি।

রাজকুমারী তাড়াতাড়ি নীচে এসে উনুনে আঁচ দিতে গেলেন; কিন্তু উমার বার বার এত উপদেশ সত্ত্বেও কিছুতেই উনুন ধরাতে পার্‌লেন না।

উনুনের গোড়ায় মাথা নীচু ক'রে বার বার সে ফুঁ দিতে গিয়ে চোখে মুখে ধোঁয়া লেগে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। এমন সময় উমার বোন রমা এসে বল্‌ল,— রাখ দিদি, আমি তোমার উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি। তুমি তাড়াতাড়ি কূয়া থেকে এক বালতি জল নিয়ে এস। নৈলে

রান্নার দেরী হবে। সব কাজই তো এখনো প'ড়ে আছে। আমি তোমায় সাহায্য কর্‌ছি।

চোখে মুখে ধোঁয়া

সেদিন রাজকুমারীকে নিজের হাতে এত কাজ কর্‌তে হ'ল, সারা বছরেও তার অর্দ্ধেক কাজ তাকে কর্‌তে হ'ত না।

বই প'ড়ে প'ড়ে সময় সময় তার মাথা ঘুরতো বটে, এবং গান-বাজনা শেষ কর্‌তেও অনেক সময়ই হাঁপিয়ে পড়্‌ত,

কিন্তু সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা তার কাজের একটুও বিশ্রাম ছিল না।

কাকীমা এসে বল্‌লেন,—আজ যে তোমার কাজ কিছুই এগুচ্ছে না। ব্যাপার কি? এতো কাজ এখনো প'ড়ে রয়েছে। ছুটির দিনে আমোদ ক'রে ঘুরে বেড়ালে শেষটায় এই হয় জানি।

সেদিন রাত্রিবেলা কাজকর্ম্ম সেরে যখন উমার ছোট্ট বিছানাটিতে রাজকুমারী শোবার ছুটি পেলেন, তখন তিনি ভাব্‌লেন—এতো কাজ কর্‌লে আমি বাঁচব কি ক'রে? রোজ রোজ এত শক্ত কাজ আমি কর্‌তে পার্‌ব না। আর উমার কাকীমার কী বিশ্রী মেজাজ। খালি চেঁচামেচি। কাল খুব ভোরে উঠে কাজগুলি সেরে ফেল্‌ব, তা' হ'লে বিকাল বেলা হয়তো বেড়াবার ছুটি পাব। যে ক'রেই হোক্, এখন রাজবাড়ীতে ফিরে যেতে পার্‌লেই যে বাঁচি। উমাকে গিয়ে বল্‌ল, এস আবার আমাদের পোষাক বদল ক'রে ফেলি। 'কিন্তু যদি—' কথাটা মনে কর্‌তেই

রাজকুমারীর মনের ভিতর একটা সংশয় তোলপাড় ক'রে উঠ্‌ল। উমা যদি পোষাক বদ্‌লাতে রাজী না হয়, তবে কি হবে? উমা কি এত তাড়াতাড়ি রাজকুমারীর পদ ছাড়্‌তে রাজী হবে?

চোখ বেয়ে জল

রাজকুমারীর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে প'ড়ে বালিশ ভিজে উঠ্‌ল।

কেন আমি তার কথায় রাজী হলুম? রাজকুমারী কাঁদ্‌তে সুরু কর্‌লেন। পাশের ঘরে কাকীমার কানে তাঁর কান্না না পোঁছায়, সেজন্য মুখে রুমাল গুঁজে রাখ্‌লেন।

যতই দিন যেতে লাগ্‌ল, রাজকুমারীর কাছে কাজ ততই হাল্কা মনে হ'তে লাগ্‌ল।

কিন্তু সময় সময় উমার কাকীমা কি রকম গাল মন্দ দেন, সেটা রাজকুমারীর মোটেই ভাল লাগে না। সেই আওয়াজ শুনলেই তাঁর গা শিউরে ওঠে। তা' ছাড়া কোন প্রকার খেলা-ধূলা, আমোদ-প্রমোদ তিনি দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারেন না। ভিতরে মনটা হয়ত তাঁর ভাল, কিন্তু বাইরে এমন নিরস আর কঠোর যে রাজকুমারী মোটেই তা' সহ্য কর্‌তে পারেন না।

এই ভাবে এক সপ্তাহ অতীত হ'লে রাজকুমারী একদিনের জন্য ছুটি পেলেন।

খুব খুসী মেজাজে রাজবাড়ীর দরজায় এসে তিনি উপস্থিত হ'লেন। পাহারাদার রাজকুমারীকে দেখেও

কিছুমাত্র সম্মান দেখাল না। দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢোক্‌বার চেষ্টা কর্‌তেই শান্ত্রী চেঁচিয়ে বল্‌ল,—মৎ যাও !

'মৎ যাও !'

রাজকুমারী উদ্ধত ভাবে বল্‌লেন,—কেন ?

দারোয়ান কঠোর ভাবে উত্তর দিল,—কেন?—কেন জান না? কারু ভিতরে যাবার হুকুম নেই—বুঝ্‌লে?

রাজকুমারী তেজের সঙ্গে জবাব দিলেন,—আমার আছে। আমি রাজকুমারী।

দারোয়ান হো হো ক'রে হেসে বিদ্রূপের সুরে বল্‌ল,—বটে! গায়ে তোমার এমন ছেঁড়া পোষাক কেন? স'রে পড়!

রাজকুমারী রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে মাটিতে পা ঠুকে বল্‌লেন,—তাতে কি আসে যায়। আমিই রাজকুমারী।

'তাই-ই নাকি! এবার তবে মানে মানে বিদায় হও।' —ব'লেই শান্ত্রী বন্দুক ঘাড়ে ক'রে পূর্ব্বেকার মতো গম্ভীর চালে পা ফেলে দরজার এপাশ ওপাশ ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল।

নিতান্ত নিরাশায় ভেঙ্গে প'ড়ে রাজকুমারী সেখান থেকে ফিরে এলেন।

মনের দুঃখে গাঁয়ের দিকে রাজকুমারী ফিরে চল্‌লেন।

স্বপ্নেও তিনি কখনো ভাবেন নাই, কেউ তাঁর কথা অবিশ্বাস কর্‌বে, হেসেও কেউ বিদ্রূপ কর্‌বে।

গাঁয়ের দিকে

দারোয়ানের নজর এড়িয়ে রাজবাড়ীতে ঢোকা অসম্ভব। চারদিকের দেয়াল এত উঁচু যে, ডিঙ্গিয়ে যাবারও কোন

উপায় নেই ; তা' ছাড়া দেয়ালের উপরটা কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা।

তখন মনে পড়্ল তাঁর, রাজবাড়ীর ভিতরে ঢোকবার একটা জলের নালা আছে, সেই পথ দিয়েই ঝিলে জল যায়। সেই নালাটা খুব প্রশস্ত নয় ; বৃষ্টি বা পাহাড়ের জল নেবে এলে সেটা কানায় কানায় পূর্ণ থাকে, তবে গ্রীষ্মকালে জল স'রে গেলে সেই অল্পজলে সাঁতার কেটে ঝিলে যাওয়া যায়। গ্রীষ্মের আর বেশী দেরীও নেই। সেই পর্য্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা ক'রে থাক্তেই হবে।

জন্মদিনের উৎসবের মাস দুই পরে রাজকুমারী পুনরায় সেই নালার ভিতর দিয়ে রাজবাড়ীতে যাওয়া মনস্থ কর্লেন।

খুব ভোরে উঠেই রাজকুমারী বাইরে বের হ'য়ে এলেন। সেই নালার ধারে যখন এসে পৌঁছোলেন, তখন জনপ্রাণী কেউ সেখানে ছিল না। কাজেই নালা দিয়ে সাঁতার কেটে ভিতরে ঢুকলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা অল্প। বস্তুতঃ সেদিন নালায় খুব অল্পই জল ছিল।

রাজকুমারী জলে নেমে সাঁতার কেটে একটু দূরে যেতেই রাজবাড়ীর প্রাচীরের সীমানা পেরিয়ে গেলেন। তখন ওঁর কী আনন্দ !

বাগানের মালীরা যে যার কাজে ব্যস্ত ছিল। রাজকুমারী যখন গাছপালার আড়াল দিয়ে একটা কেয়া গাছের ঝোপের ভিতর লুকিয়ে রইলেন; সেটা কারু নজরে পড়্‌ল না।

মালীরা সকাল বেলার 'নাস্তা' কর্‌তে যখন ভিতরে গেল, রাজকুমারী তখন চুপে চুপে এসে নৌকার বাঁধন খুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি খেলাঘরের দিকে গেলেন।

এত ভোরে উমা নিশ্চয়ই খেলাঘরে বেড়াতে আসেনি। রাজকুমারী ততক্ষণ রোদ্রে দাঁড়িয়ে ভিজে জামা কাপড়গুলি শুকিয়ে নিতে পার্‌বে।

'খেলাঘরের ফুলগুলি কেমন চমৎকার ফুটেছে। এই সব ছেড়ে কেন আমি সেখানে গেলাম?'—রাজকুমারী ভাব্‌লেন।

হঠাৎ দেখ্‌তে পেলেন উমা আর একখানি পান্সীতে

চ'ড়ে খেলাঘরের দিকে আস্‌ছে। তাকে দেখেই রাজকুমারী সেদিকে ছুটে গেলেন।

'তাই তো'—উমা বল্‌ল,—'নৌকাখানা না পেয়ে আমি ভাব্‌লুম নিশ্চয়ই তুমি এসেছ। কত খুঁজে পেতে আর একখানি যোগাড় কর্‌তে হ'ল। রাজকুমারী, তোমার এত দেরী হ'ল যে? তুমি তো জান্‌তে আমি বাইরে যেতে পারি না। এই দু'টো মাস যেন আমার কিছুতেই কাট্‌তে চায় না। ভাই, কি বিপদেই পড়েছিলুম।'

রাজকুমারী বিস্ময়ে উমার হাত ধ'রে বল্‌লেন,—এখানে থেকে তুমি সুখী হওনি, এই বল্‌তে চাও?

উমা বিরক্তির সুরে বল্‌ল,—সুখী! সুখী একে বলে? এমন জ্বালাতন ভাই আমি কোনদিন হইনি। সব জায়গাতেই ঝি-চাকরাণীর ভিড়, কোথাও একটু নিজের হাতে কাজ কর্‌বার যো নাই। আর তোমার রাণীমা তো কানের কাছে মন্ত্র আওড়াচ্ছেন, এটা ক'রো না—ওটা ক'রো না।

রাজকুমারী বল্‌লেল,—সেটা আর কিছু নয়, ভবিষ্যতে

রাজ্যের যাতে মঙ্গল হয়, সেজন্যে তিনি সর্ব্বদাই উপদেশ দিয়ে থাকেন। তিনি মনে করেন, ভবিষ্যতে বড় হ'য়ে যাতে আমি ভাল রকম রাজ্য চালাতে পারি, তাই উপদেশ দেন—তা' তো গেল। কিন্তু তোমার কাকীমা কি রকম তিরিক্ষি মেজাজের লোক সেটাও তো আমাকে বল্‌তে পার্‌তে!

শেষের কথাগুলি রাজকুমারী রাগ ক'রেই বল্‌লেন।

'তিরিক্ষি মেজাজ!' উমা বিস্ময়ের সহিত কথাগুলি উচ্চারণ কর্‌ল—'তা' তো তিনি নন্। ভারি দয়ার শরীর তাঁর। তবে কিনা বুড়ো হয়েছেন, কাজ-কর্ম্মে একটু ভুল চুক হ'লে ভারি চটেন। তবে সেটা বোধ হয় তোমার গোড়ার দিকে কাজের বিভ্রাটের দরুণই হয়েছে।'

রাজকুমারী কোন জবাব দিলেন না। নিজের সিল্কের পোষাকটা গায়ে জড়িয়ে তার মোলায়েম অংশে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগ্‌লেন।

উমা তাড়াতাড়ি নিজের পোষাকটা গায়ে জড়িয়ে

হাস্‌তে হাস্‌তে রাজকুমারীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—
এতক্ষণে ভাই, আমি যেন খাঁচা থেকে মুক্ত হলুম।

পরস্পরকে জড়িয়ে

উমা ও রাজকুমারী দু'জনে পরস্পরকে আনন্দে জড়িয়ে ধর্‌ল।

'বিদায় বন্ধু, বিদায়।' উমা বল্‌ল,—'আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে। পৃথিবীর সকল রাজপ্রসাদের চেয়েও প্রকৃত সুখের স্থান নিজের ঘর-বাড়ী।'